।। অথ বিভক্ত্যর্থ-প্রকরণম্।।

এই বিভক্ত্যর্থ প্রকরণে প্রথমাদি বিভক্তির অর্থ বলা হবে। অর্থাৎ কি অর্থে কোন বিভক্তির প্রয়োগ হয়, তার নিরূপণ করা হবে। বিভক্তি মূলতঃ দু'প্রকার—কারক-বিভক্তি ও উপপদবিভক্তি। এছাড়া নৈমিত্তিক বিভক্তি নামেও তৃতীয় এক প্রকার বিভক্তি আছে। যেমন হেত্বর্থে তৃতীয়া বিভক্তি। প্রথমাদিভেদে বিভক্তি সাত প্রকার। তার মধ্যে প্রথমা বিভক্তিরই প্রথম উল্লেখ করা হচ্ছে—

৮৯১। প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা।। ২।৩।৪৬

নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ। মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে লিঙ্গমাত্রাদ্যাধিক্যে সংখ্যামাত্রে চ প্রথমা স্যাত্। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে—উচ্চৈঃ। নীচৈঃ। কৃষ্ণঃ। শ্রীঃ। জ্ঞানম্। লিঙ্গমাত্রে—তটঃ, তটী, তটম্। পরিমাণমাত্রে—দ্রোণো ব্রীহিঃ। বচনং সংখ্যা। একঃ, দ্বৌ, বহুবঃ।।

প্রাতিপদিকের অর্থ, প্রাতিপদিকের অর্থ + লিঙ্গ, প্রাতিপদিকের অর্থ + পরিমাণ, এবং সংখ্যা অর্থ বুঝাতে প্রথমা বিভক্তি হয়।

অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন, ধন, বন, বৃক্ষ, পুষ্প প্রভৃতি। কোন প্রাতিপদিক উচ্চরিত হলে নিয়তই যে অর্থের উপস্থিতি (স্মরণ) হয় তাকে প্রাতিপদিকার্থ বলে। প্রাতিপদিকার্থ প্রথমা বিভক্তির অর্থ।

লিঙ্গরহিত অর্থাৎ অব্যয় শব্দ প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমার উদাহরণ। যেমন— উচ্চৈঃ, নীচৈঃ। আবার যারা নিয়তলিঙ্গ অর্থাৎ সর্বদাই একই লিঙ্গে প্রযুক্ত হয় তারাও প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমার উদাহরণ। যেমন, কৃষ্ণঃ (ভগবান্, বর্ণ নয়)। শ্রীঃ (লক্ষ্মী), জ্ঞানম্ (জ্ঞান, বুদ্ধি) প্রভৃতি। যে সকল শব্দের লিঙ্গ অনিয়ত অর্থাৎ অব্যবস্থিত তারা লিঙ্গ মাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ। যেমন, তটঃ, তটী, তটম্। পরিমাণমাত্রে প্রথমার উদাহরণ 'দ্রোণো ব্রীহিঃ।—দ্রোণরূপ পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত) ধান। 'দ্রোণঃ' পদে প্রথমার একবচনে যে সু প্রত্যয় হয়েছে তার অর্থ পরিমাণসামান্য* অর্থাৎ যে কোন পরিমাণ, আর দ্রোণ-এই প্রকৃতির অর্থ বিশেষ পরিমাণ। সু-প্রত্যয়ার্থ পরিমাণ-সামান্যে প্রকৃত্যর্থ দ্রোণরূপ বিশেষ পরিমাণ অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ হয়েছে, সু-প্রত্যয়ের অর্থ যে পরিমাণসামান্য তা পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাব (পরিমাপের যোগ্য ও পরিমাপের সাধন) সম্বন্ধে ব্রীহির বিশেষণ হয়েছে। এইরূপে 'দ্রোণো ব্রীহিঃ'-র অর্থ হয়,— দ্রোণরূপ পরিমাণের দ্বারা পরিমিতি (পরিমাপ করা হয়েছে এমন) ব্রীহি।**

সূত্রস্থ বচন শব্দের অর্থ সংখ্যা। সংখ্যা অর্থে প্রথমা হয়। প্রাতিপদিকার্থ- পদটি সমাসবদ্ধ পদ এবং সপ্তম্যন্ত। উহার বিগ্রহবাক্য এইরূপ, —প্রাতিপদিকস্য অর্থঃ = প্রাতিপদিকার্থঃ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ), প্রাতিপদিকার্থশ্চ লিঙ্গং চ পরিমাণং চ বচনং চ = প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গ- পরিমাণবচনানি (দ্বন্দ্ব)। প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনানি এব =

* 'a standard of measure'

** দ্রোণাখ্য পরিমাণ বিশেষ পরিমাণং যৎ সামান্য পরিমাণং তৎপরিচ্ছিন্নো ব্রীহিঃ।

প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রম (অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস), তস্মিন্। 'প্রাতিপদিকার্থ-লিঙ্গপরিমাণবচনানি' —এই দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তে (পরে) মাত্র শব্দ থাকায় 'দ্বন্দ্বাদৌ দ্বন্দ্বান্তে চ শ্রূয়মাণং পদং প্রত্যেকম্ অভিসম্বধ্যতে (দ্বন্দ্বের প্রথমে এবং শেষে শ্রূয়মাণ পদ দ্বন্দ্বসমাস ঘটক প্রত্যেক পদের সঙ্গে অন্বিত হয়)—এই নিয়ম অনুসারে প্রাতিপাদিকার্থ, লিঙ্গ, পরিমাণ তথা বচন প্রত্যেকের সঙ্গে মাত্র শব্দের অন্বয় হয়। ফলে সূত্রের অর্থ হয়,— প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। পরন্তু বৃত্তিতে সূত্রার্থ করা হয়েছে যে— কেবল প্রাতিপদিকার্থে, প্রাতিপদিকার্থের সহিত লিঙ্গ অর্থের আধিক্যে, প্রাতিপদিকার্থের সহিত পরিমাণ অর্থের আধিক্যে তথা কেবল সংখ্যা অর্থে প্রথমা বিভক্তি হয়।

পরিমাণ অর্থে প্রথমা বিভক্তির বিধান ব্যতীত 'দ্রোণো ব্রীহিঃ' স্থলে পরিমাণবাচী দ্রোণ-এর সঙ্গে ব্রীহির অভেদান্বয় সম্ভব হয় না। কিন্তু পরিমাণকে বিভক্তির অর্থ বললে প্রথমে পরিমাণ-বিশেষরূপ প্রাতিপদিকার্থের সামান্য-পরিমাণরূপ প্রত্যয়ার্থের সঙ্গে অভেদান্বয় হয় এবং প্রত্যয়ার্থ পরিমাণের ব্রীহিরূপ প্রাতিপদিকার্থের সাথে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাব সম্বন্ধে অন্বয় সিদ্ধ হয়।

বৃত্তিকারের এইরূপ অর্থ করার হেতু এই যে, প্রাতিপদিকার্থ সম্বন্ধে বৈয়াকরণদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। তদ্যথা,—

একং দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকং তথা।
নামার্থ ইতি সর্বেঽমী পক্ষাঃ শাস্ত্রে নিরূপিতাঃ।

অর্থাৎ আচার্যভেদে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি প্রতিপদিকার্থ স্বীকৃত হয়েছে। তন্মধ্যে পঞ্চকং প্রাতিপদিকার্থঃ' —এই মতে স্বার্থ, দ্রব্য, লিঙ্গ, সংখ্যা এবং কারক এই পাঁচটি প্রাতিপদিকের অর্থ। এই পক্ষটি মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সম্মত। পরন্তু, এস্থলে বৃত্তিতে ভাষ্যমত অনুসৃত হয় নি। পরিবর্তে শব্দ, উচ্চারিত হলে নিয়তই যে অর্থের উপস্থিতি বা বোধ হয় তাকেই প্রাতিপদিকার্থ বলা হয়েছে। শব্দ উচ্চারিত হলে স্বার্থ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) ও দ্রব্য এই দুটিরই নিয়ত উপস্থিতি হয়। অতএব স্বার্থ ও দ্রব্যই প্রাতিপদিকার্থ। আর লিঙ্গ, সংখ্যা ও কারকের বোধ হয় টাপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় ও সুব্‌বিভক্তি হতে। বচনমাত্রে প্রথমা বিভক্তির উদাহরণ— একঃ, দ্বৌ, বহবঃ, এক প্রভৃতি শব্দে সংখ্যারূপ অর্থটি এক, দ্বি ও বহুরূপ প্রকৃতি দ্বারাই কথিত হওয়ায় 'উক্তার্থানাম্ অপ্রয়োগঃ' —এই নিয়মে সংখ্যা অর্থে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হতে পারে না। বিভক্তির প্রয়োগ ব্যতিরেকে এক-দ্বি শব্দগুলির পদত্ব সিদ্ধ হয় না, আর যারা পদ নয় তাদের শাস্ত্রে প্রয়োগ হয় না।* সুতরাং পদসাধুত্বের জন্যই প্রথমা বিভক্তি-বিধায়ক 'প্রাতিপদিকার্থ—' সূত্রে 'বচন' শব্দের গ্রহণ করা হয়েছে বলে বুঝতে হবে। বিভক্তি দ্বারা প্রাতিপদিকের অর্থই উক্ত হওয়ায় বিভক্তি এখানে বাচিকা নয়, অনুবাদিকা। এস্থলে প্রকৃত্যর্থের সাথে বিভক্ত্যর্থের অভেদান্বয় হয়ে থাকে।

* 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত'। 'ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রযোক্তব্যা নাপি প্রত্যয়ঃ।' কেবল প্রকৃতির বা কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় না।

* 'সম্বোধনং ন বাক্যার্থ ইতি বৃদ্ধেভ্য আগমঃ।' বাক্যপদীয়।

৮৯২। সম্বোধনে চ।। ২।৩।৪৭

প্রথমা স্যাত্। হে রাম।

(প্রাতিপদিকার্থ হতে অধিক) **সম্বোধন অর্থ বুঝাতেও প্রথমা বিভক্তি হয়।**

অভিমুখীকরণ অর্থাৎ নিজ বক্তব্য শোনানোর জন্য শ্রোতাকে মনোযোগী করার নাম সম্বোধন। —'সিদ্ধস্যাভিমুখীভাবমাত্রং সম্বোধনম্'। যেমন,— হে রাম! (মাং পাহি) — বাক্যে বক্তা 'আমাকে রক্ষা কর' এই কথা জ্ঞাপন করতে (উদাসীন) রামকে 'রাম' শব্দে নিজের অভিমুখী করছেন অর্থাৎ নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছেন। এইভাবে রাম শব্দ হতে রাম ব্যক্তিরূপ প্রাতিপদিকার্থ ছাড়াও সম্বোধনরূপ - অর্থের বোধ হচ্ছে। অর্থাৎ বাক্যে 'রাম' শব্দের অর্থ কেবল রামব্যক্তি নয়;কিন্তু অভিমুখীকৃত বা সম্বোধিত রাম। এই সম্বোধন বাক্যের অর্থ নয়, কিন্তু বিভক্তির অর্থ। ঐ বিভক্তি হচ্ছে প্রথমা।*

সম্বোধন অর্থের আধিক্য থাকায় 'প্রাতিপাদিকার্থ—' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদাহরণে রামশব্দে প্রথমা বিভক্তি হতে পারে না। এজন্যই তৎপ্রাপক 'সম্বোধনে চ' এই সূত্র রচিত হয়েছে।

৮৯৩। কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম ১।৪।৪৯

কর্তুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাত্।।

কর্মকারকবিধায়ক প্রধান সূত্র। 'কারকে' —এই অধিকারসূত্র হতে 'কারক' পদের অনুবৃত্তি এবং প্রথমান্তে তার বিপরিণাম ঘটায় সূত্রের অর্থ হয়,—

কর্তার ঈপ্সিততম কারকের কর্মসংজ্ঞা হয়।

আপ্তুম্ ইষ্টম্ = ঈপ্সিতম্। কর্তা যে ব্যক্তি বা বস্তুকে পেতে ইচ্ছা করেন তা ঈপ্সিত। অতিশয় ঈপ্সিত ঈপ্সিততম। কর্তা যে বস্তুকে পাওয়ার সাতিশয় আকাংক্ষা করেন, কর্তার প্রকৃষ্ট ইচ্ছার বিষয়ীভূত সেই বস্তুটিই ঈপ্সিততম। কর্তা ক্রিয়া বা ব্যাপারের দ্বারাই বিষয়কে প্রাপ্ত হন্। তাই বৃত্তিতে বলা হ'ল, কর্ত্তা স্বব্যাপারের দ্বারা যে বিষয়কে প্রাপ্ত হতে অতিশয় ইচ্ছা করেন সেই কারকের কর্মসংজ্ঞা হয়। প্রথমে ঈপ্সিততম বিষয়টির কারকসংজ্ঞা হলে পরে তার কর্মসংজ্ঞা হয়। যেমন, দেবদত্তঃ অশ্বং বধ্নাতি-বাক্যে বন্ধনক্রিয়ার উপকারক হওয়ায় অশ্ব কারক হয়, অনন্তর বন্ধনক্রিয়ার দ্বারা দেবদত্তের ঈপ্সিততম হওয়ায় অশ্ব কর্ম হয়।

নব্যরা বলেন, ধাতুর দুটি অর্থ ব্যাপার এবং ফল। ব্যাপারের আশ্রয় যে হয় সে কর্তা, আর ফলের আশ্রয় যে হয় সে কর্ম। যেমন অগ্নিপ্রজ্বালনাদি ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় দেবদত্ত পাকক্রিয়ার কর্ত্তা;আর বিক৯ত্তিরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় ওদন কর্ম।—দেবদত্তঃ তণ্ডুলান্ পচতি। এই তাৎপর্যেই বালমনোরমাকার বলেছেন, —কর্তা স্বনিষ্ঠ ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য ফলের সঙ্গে যার সম্বন্ধ ইচ্ছা করেন সে কর্ম হয়।

৮৯৪। কর্মণি দ্বিতীয়া।। ২।৩।২

অনুক্তে কর্মণি দ্বিতীয়া স্যাত্। হরিং ভজতি। অভিহিতে তু কর্মাদৌ প্রথমা —হরিঃ সেব্যতে। লক্ষ্ম্যা সেবিতঃ।।

---

* 'এঙ্ হ্রস্বাৎ সম্বুদ্ধৌ'-সূত্রে এস্থলে বিভক্তি (সু)-র লোপ হয়েছে।

সূত্রটি 'অনভিহিতে' এই অধিকারসূত্রের অধীন। অভিহিত শব্দের অর্থ কথিত, উক্ত; যা অভিহিত বা উক্ত নয় তা অনভিহিত। অর্থের অভিধান প্রায়শ তিঙ, কৃৎ, তদ্ধিত বা সমাসের দ্বারা-ও হয়। ক্বচিৎ নিপাতের দ্বারাও হয়। তিঙ্-এর অর্থ কর্তা বা কর্মই হয়। যদি কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদে তিঙ্যোগ হয় তাহলে কর্তার অভিধান হয়, কর্ম অনভিহিত বা অনুক্ত থাকে। সেই অনুক্ত কর্মে অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

অনভিহিত কর্মে দ্বিতীয়ার উদাহরণ হরিং ভজতি। দেবদত্ত ভজন (স্তুতি প্রভৃতি) ক্রিয়ার দ্বারা হরিকে অত্যন্ত অভিলাষ করায় 'হরি' কর্ম হয়েছে। ভজ্-ধাতুর উত্তর বিহিত তিঙ্-প্রত্যয় দ্বারা কর্তারই অভিধান (সংখ্যা-পুরুষাদির কথন) হয়েছে, কর্ম 'হরি' অনভিহিত আছে। তার ফলে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্র দ্বারা 'হরি' শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে। অভিহিত হলে কিন্তু প্রথমা হবে। যেমন— হরিঃ (দেবদত্তেন) ভজ্যতে।

নব্যমতে দেবদত্তনিষ্ঠ পরিচরণাদি ব্যাপারের দ্বারা উৎপাদ্য তুষ্টিরূপ ফলের আশ্রয় হওয়ায় হরি কর্ম হয়েছে।

৮৯৫। অকথিতঞ্চ। ১।৪।৫১

অপাদানাদিবিশেষৈরবিবক্ষিতং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাত্।

দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড রুধি প্রচ্ছি-চিশাসুজিমথ্মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্।। ১

গাং দোগ্ধি পয়ঃ। বলিং যাচতে বসুধাম্। তণ্ডুলানোদনং পচতি। গর্গান্ শতং দণ্ড য়তি। ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্। মাণবকং পন্থানং পৃচ্ছতি। বৃক্ষমবচিনোতি ফলানি। মাণবকং ধর্মং ব্রূতে শাস্তি বা। শতং জয়তি দেবদত্তম্। সুধাং ক্ষীরনিধিং মথ্নাতি। দেবদত্তং শতং মুষ্ণাতি। গ্রামমজাং নয়তি হরতি কর্ষতি বহতি বা। অর্থনিবন্ধনেয়ং সংজ্ঞা। বলিং ভিক্ষতে বসুধাম্। মাণবকং ধর্মং ভাষতে অভিধত্তে বক্তীত্যাদি।।

পূর্বে ঈপ্সিততম কারকের কর্মসংজ্ঞা বিহিত হয়েছে। (তথাযুক্তঞ্চানীপ্সিতম্' -সূত্রে পাণিনি অনীপ্সিত কারকেরও কর্মসংজ্ঞার বিধান করেছেন।) অনন্তর এই সূত্রে ঈপ্সিততম ও অনীপ্সিত হতে ভিন্ন কারকবিশেষরূপে অবিবক্ষিতের কর্মসংজ্ঞার বিধান করা হচ্ছে।

অকথিত কারকের কর্মসংজ্ঞা হয়।

অকথিত শব্দের অর্থ অনুক্ত বা অবিবক্ষিত। কার দ্বারা অবিবক্ষিত? অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ ও কর্তা দ্বারা। অপাদান প্রভৃতিই বিশেষ। অপাদানাদি কারকবিশেষের প্রাপ্তি থাকলেও যদি তাকে উপেক্ষা করে কারক সামান্যের বিবক্ষা করা হয় তাহলে সেই কারকের কর্মসংজ্ঞা হয়। যেমন বিশ্লেষাবধিরূপে যার অপাদান হওয়ার কথা তার অপাদানত্ব যদি বক্তার অভিপ্রেত না হয়, তাহলে তার কর্মসংজ্ঞা হবে। যেমন, 'গোপঃ গাং দুগ্ধং দোগ্ধি' —গোয়ালা গাভী হতে দুধ দোহন বা নিষ্কাসন করছে—' এই বাক্যে নিষ্কাসন বা বিভাগের অবধি হওয়ায় গো'র অপাদানত্ব-প্রাপ্তি আছে। কিন্তু বক্তা গো'র বিভাগাবধিত্ব উপেক্ষা করে দোহন ক্রিয়ার-সঙ্গে তার সম্বন্ধমাত্রকে বিবক্ষা করায় 'গো' কর্ম হয়েছে। (অপাদানাদির অবিবক্ষাতেই কর্মসংজ্ঞা হবে, কর্মত্বের বিবক্ষা নিষ্প্রয়োজন)।

কিন্তু কারকবিশেষের অবিবক্ষা হলেই যদি তার কর্মসংজ্ঞা হয় তাহলে কদাচিৎ নটস্য গাথাং শৃণোতি, উপাধ্যায়স্য বচঃ স্মরতি - প্রভৃতি বাক্যে নট, উপাধ্যায় প্রভৃতিরও কর্মসংজ্ঞা হতে পারবে। কিন্তু তা ইষ্ট নয়। এজন্য নিয়ম করা হ'ল যে, অবিবক্ষিত কারকমাত্রেরই কর্মসংজ্ঞা হবে না;পরন্তু দুহাদি ধাতুর প্রয়োগ থাকলে তবেই অবিবক্ষিত কারকের কর্মসংজ্ঞা হবে। উপরোক্ত 'গোপঃ গাং—' বাক্যে দুহ ধাতুর প্রয়োগ আছে, 'গো' কারক এবং দোহন দুগ্ধের সাথে ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত। একারণে গো'র কর্মসংজ্ঞা ও তাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

কারিকায় মোট ১৬টি ধাতু পাঠ করা হয়েছে। ধাতুগুলিকে দুহাদি এবং ন্যাদি এই দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগে দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড, রুধ্, প্রচ্ছ, চি, ব্রূ, শাস্, জি, মন্থ, মুষ্-এই ১২টি এবং দ্বিতীয় ভাগে নী হৃ, কৃষ্ ও বহ্—এই ৪টি ধাতু পঠিত হয়েছে। এইরূপ বিভক্ত করে পাঠ করার উদ্দেশ্য কর্মবাচ্যে মুখ্য বা গৌণ কোন কর্মে কোথায় প্রথমা হবে, তা ব্যবস্থিত করা।*

এইরূপে কার্যতঃ ১৬টি ধাতুকে দ্বিকর্মক ধাতু বলে স্বীকার করা হল। এই দুটি কর্মের একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। অকথিত কর্মটিই গৌণ কর্ম। প্রকৃত কর্মের লক্ষণাক্রান্ত নয় বলেই অকথিত কর্মকে গৌণ কর্ম বলা হয়।

অকথিত কর্মের উদাঃ—

(১) **গাং দোগ্ধি পয়ঃ**।— গোপ গাভী হতে দুগ্ধ দোহন (নিষ্কাসন) করছে।* দোহন-কর্ম দ্বারা গাভী হতে দুগ্ধ বিভক্ত হচ্ছে। অতএব গাভী হচ্ছে বিভাগের অবধি, সুতরাং অপাদান। কিন্তু অপাদানরূপে বিবক্ষিত না হওয়ায় উহা অকথিত কারক ও কর্মসংজ্ঞক হয়েছে। অপাদানের বিবক্ষা থাকলে কিন্তু 'গোঃ দোগ্ধি পয়ঃ' —এইরূপ প্রয়োগই হবে।

কর্মবাচ্যে কর্ম অভিহিত হয় বলে তাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। কিন্তু দ্বিকর্মক দুহাদি ধাতুর দুটি করে কর্ম থাকায় কোন্ কর্মটিতে প্রথমা হবে, সেই জিজ্ঞাসা হয়। তদুত্তরে বৈয়াকরণ বলেন, — দুহাদি ১২টি ধাতুর গৌণ কর্মে এবং ন্যাদি ৪টি ধাতুর মুখ্য কর্মে কর্মবাচ্যে প্রথমা হবে।— 'গৌণে কর্মণি দুহাদেঃ প্রধানে নীহৃকৃষবহাম্।' যথা— গোপঃ গাং দুগ্ধং দোগ্ধি > গোপেন গৌঃ দুগ্ধং দুহ্যতে এবং গোপঃ গাং গ্রামং নয়তি > গোপেন গৌঃ গ্রামং নীয়তে। প্রথম বাক্যে 'গৌঃ' গৌণ কর্ম, আর দ্বিতীয় বাক্যে 'গৌঃ' মুখ্য কর্ম।

(২) **বলিং যাচতে বসুধাম্**। —বলির কাছে বিষ্ণু পৃথিবী দানরূপে চাচ্ছেন। বালমনোরমাকারের মতে বাক্যার্থ হচ্ছে— 'বলিকর্তৃকং বসুধাদানং প্রার্থয়তে (বিষ্ণুঃ)'। সুতরাং বলি দানের কর্ত্তা। কিন্তু কর্ত্তৃত্বের বিবক্ষা করা হয়নি। ফলে 'বলি' অকথিত কর্ম হয়েছে।

(৩) **অবিনীতং বিনয়ং যাচতে**।— অবিনীতের কাছে বিনয় প্রার্থনা করছেন। টীকাকারের মতে 'বিনয়ং'-এরা অর্থ বিনয়ের জন্য। ফলে বিনয়-শব্দে তাদর্থ্যে চতুর্থীর প্রাপ্তি

---

* গোসকাশাৎ পয়ঃ ক্ষারয়তীত্যর্থঃ। যদ্যপি গোরবধিভাবো বিদ্যতে তথাপি অবিবক্ষিতে তস্মিন্ নিমিত্তমাত্রবিবক্ষায়াং (গাং দোগ্ধি পয়ঃ) ইত্যুদাহরণোপপত্তিঃ।' —হরদত্ত।

ছিল, কিন্তু তাদর্থ্য বিবক্ষিত না হওয়ায় 'অকথিতঞ্চ' সূত্র দ্বারা তার কর্মসংজ্ঞা ও কর্মে দ্বিতীয়া হয়েছে।

(৪) **তণ্ডুলান্ ওদনং পচতি।**— তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করছে (পাচক)। বিক্লিত্তি-ই হচ্ছে পাকের ফল এবং সেই ফলের আশ্রয় হওয়ায় তণ্ডুল অধিকরণ। কিন্তু তণ্ডুলকে অধিকরণরূপে বিবক্ষা করা হয় নি। মতান্তরে চাল দিয়ে ভাত করছে, এইটিই বাক্যার্থ। এই পক্ষে তণ্ডুল করণ। করণত্বের বিবক্ষাভাবে তণ্ডুল অকথিত কর্ম হয়েছে।

(৫) **গর্গান্ শতং দণ্ডয়তি।**— গর্গের কাছ থেকে একশত টাকা দণ্ডরূপে আদায় করা হচ্ছে। গর্গ হতে টাকার বিয়োগ হওয়ায় গর্গ অপাদান। পরন্তু অপাদানের বিবক্ষা না থাকায় 'গর্গ' অকথিত কর্ম হয়েছে।

(৬) **ব্রজমবরুণদ্ধি গাম্।**— গোপ গোষ্ঠে গরুকে অবরুদ্ধ করছে। অধিকরণের বিবক্ষাভাবে গোষ্ঠ অকথিত কর্ম হয়েছে।

৮৯৬। স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা ১।৪।৫৪।

ক্রিয়ায়াং স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষিতোঽর্থঃ কর্তা স্যাত্।।

ক্রিয়া-সম্পাদনে যে কারকের প্রাধান্য (বক্তার) বিবক্ষিত সে কর্ত্তা হয়।

এই সূত্রটিও 'কারকে' এই অধিকারসূত্রের অধীন। কারকমাত্রই ক্রিয়া-নিষ্পাদক। রাম বাণ, বালী — এই তিনের সহযোগেই হত্যা-ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ক্রিয়া-নিষ্পাদকরূপে তারা সকলেই কারক হলেও কর্ত্তা হয় না। যিনি ক্রিয়াসম্পাদনে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সেই রামই কর্ত্তা হন। যিনি কারকান্তরকে ক্রিয়া-সম্পাদনে প্রেরিত করেন এবং ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাদের নিবৃত্ত করেন, তিনিই স্বতন্ত্র। শ্রীভর্ত্তৃহরি বলেছেন,—

প্রবৃত্তাবপ্রবৃত্তৌ বা কারকাণাং য ঈশ্বরঃ।
অপ্রযুক্তঃ প্রযুক্তো বা কর্ত্তা নাম স কারকঃ।।

যিনি কারকসমূহের ক্রিয়া-সম্পাদনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ামক তিনি বাক্যে কথিত হন্ বা না হন্, তিনিই কর্ত্তা। সুতরাং কারকনিয়ামকত্বই স্বাতন্ত্র্য বা কর্তৃত্ব।

এই স্বাতন্ত্র্য বস্তুনিষ্ঠ নাও হতে পারে। অন্যথায় স্থালী পচতি, কাষ্ঠানি পচন্তি প্রভৃতি স্থলে অচেতন স্থালী ও কাষ্ঠাদির নিয়ামকত্বাভাবে তারা কর্ত্তা হতে পারে না। কিন্তু তাদেরও কর্ত্তৃত্ব ইষ্ট এবং তা যাতে সিদ্ধ হয় সেজন্যই বৃত্তিতে বলা হ'ল 'স্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষিতঃ'। অর্থাৎ বাস্তব স্বাতন্ত্র্য না থাকলেও যদি তা বিবক্ষিত — বক্তার আকাংক্ষিত হয় তাহলেও সেই পদার্থ কর্ত্তা হবে। সহজ কথায়, যদি কোন পদার্থে স্বাতন্ত্র্য বক্তার দ্বারা আরোপিত হয় তাহলেও সে কর্ত্তা হতে পারবে। অতএব ভাষ্যকার বলেছেন,— 'বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি।'

নব্যমতে স্বাতন্ত্র্য ভিন্নভাবে নিরূপিত হয়েছে। তারা বলেছেন, — ধাত্বর্থব্যাপারাশ্রয়ত্বই স্বাতন্ত্র্য। ধাতুর অর্থ যে ব্যাপার তদাশ্রয়রূপে যাকে বিবক্ষা করা হয় সেই পদার্থই স্বতন্ত্র অতএব কর্ত্তা হয়।

কর্ত্তা দু'প্রকার — শুদ্ধ কর্ত্তা ও হেতু কর্ত্তা। যিনি অন্যান্য কারকের নিয়মনপূর্বক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তিনি শুদ্ধ কর্তা বা স্বতন্ত্র কর্তা। যিনি স্বতন্ত্র কর্তাকে ক্রিয়া-সম্পাদনে

প্রযুক্ত করেন, তিনি হেতুকর্তা বা প্রযোজক কর্তা। এছাড়াও 'কর্মকর্তা' নামে কর্তার আরেক বিভাগ ব্যাকরণে স্বীকৃত আছে। কর্তা কর্মে রূপান্তরিত হয় বলেই তাদের এরূপ সংজ্ঞা। কিন্তু কর্মকর্তাকে স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র কর্তা বা প্রযোজ্য কর্তা হতে ভিন্ন বলা যায় না।

৮৯৭। সাধকতমং করণম্ (১।৪।৪২)

ক্রিয়াসিদ্ধৌ প্রকৃষ্টোপকারকং কারকং করণসংজ্ঞং স্যাত্।।

ক্রিয়া-সম্পাদনে সর্বাধিক উপকারক যে কারক তাকে করণ বলে।

কারকমাত্রই ক্রিয়ার উপকারক, তন্মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট উপকারক তারই করণসংজ্ঞা হয়। উপকারকত্বই সাধকত্ব। অন্যান্য কারক ক্রিয়ার সাধকমাত্র; কিন্তু করণ সাধকতম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক। 'সাধকতম'-শব্দে তমপ্-প্রত্যয় দ্বারা করণের সাধকমধ্যে অতিশয়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বোধিত হয়েছে। কিন্তু 'রামেণ বাণেন হতো বালী'—এই বাক্যে 'বাণ' যে হননক্রিয়ার প্রকৃষ্ট সাধক তা কিরূপে নির্ণীত হয়? —ব্যাপারের দ্বারা। কারকসকলের ব্যাপার হতে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যে কারকের ব্যাপারের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয় অর্থাৎ ক্রিয়াজন্য ফলের উৎপত্তি বিবক্ষিত হয় সেই কারকই করণ হয়। ভর্তৃহরি বলেছেন,—

ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণং তত্তদা স্মৃতম্।।

পরন্তু এই করণত্ব বস্তুবিশেষে নিয়ত নয়। আর শুধু করণত্বই নয়, কর্তৃত্ব- কর্মত্বাদি ছয় ধর্মের কোনটিই কোন বস্তুতে সর্বদা থাকে না; কিন্তু বিবক্ষাবশত বস্তুবিশেষে কর্তৃত্বাদি ধর্মের কোন একটির আরোপ হয়ে থাকে। যেমন একটি গরু সকলের কাছেই গরু, একটি বস্তু তেমনি সকলের কাছে করণ নয়। এমন কি কোন এক ব্যক্তির কাছেও সকল সময়ের জন্য করণ করণ নয়।

৮৯৮। কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া। ২।৩।১৮

অনভিহিতে কর্তরি করণে চ তৃতীয়া স্যাত্। রামেণ বাণেন হতো বালী।।

অনুক্ত কর্তায় ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্তায় ও করণে বলতে কর্তৃবাচক ও করণবাচক শব্দকেই বুঝতে হবে।

উদা— রামেণ বাণেন হতো বালী। (কর্মবাচ্য)—রাম কর্তৃক বাণ দ্বারা বালী হত হয়েছিল। (রাম বালীকে বাণ দ্বারা হত্যা করেছিলেন' —কর্তৃবাচ্য)। —এই বাক্যে 'হতঃ' ক্রিয়াটি হন্ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় ক্ত-প্রত্যয়ের অর্থ কর্ম; অতএব ক্ত-প্রত্যয় দ্বারা কর্মই অভিহিত বা উক্ত হয়েছে, কর্তা বা করণের অভিধান হয় নি। কর্তা ও করণ অভিহিত না হওয়ায় 'কর্তৃ-করণয়োস্তৃতীয়া'-সূত্র দ্বারা তাদের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি (টা > ইন) হয়েছে। *

৮৯৯। কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।। ১।৪।৩২

দানস্য কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানসংজ্ঞঃ স্যাত্।।

---

* মুদ্গরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ। রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজঘ্নুঃ রোষতৎপরাঃ। মৎস্যৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ। মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্। — রা

দান-ক্রিয়ার কর্ম দ্বারা কর্তা যাকে সম্বদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন সে সম্প্রদান হয়। সূত্রে কেবল কর্মণা বলা হয়েছে। কিন্তু 'সম্প্রদান' সংজ্ঞাটির মধ্যে 'দা' ধাতু থাকায় 'বৃত্তিতে 'দানস্য কর্মণা' —দানক্রিয়ার কর্ম দ্বারা — এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সম্প্রদান সংজ্ঞাটি মহাসংজ্ঞা। টি, ঘু-এইরূপ লঘুসংজ্ঞার পরিবর্তে মহাসংজ্ঞা করার উদ্দেশ্য 'সম্প্রদান' সংজ্ঞা হতেই তার অর্থজ্ঞান লাভ করা। 'সম্যক্ প্রদীয়তে অস্মৈ' —এই ব্যুৎপত্তি হতে যাকে সম্পূর্ণরূপে কোন কিছু দেওয়া হয় সেই দেয় দ্রব্যের উদ্দেশ্যকেই সম্প্রদান-শব্দের অর্থরূপে পাওয়া যায়। কর্মসংজ্ঞক গবাদি দ্রব্য দ্বারা কর্তা যাকে আকাংক্ষা করেন অর্থাৎ যাকে তদ্ভোক্তারূপে নিশ্চয় করেন তিনিই সম্প্রদান হন্। (কর্মসংজ্ঞকেন গবাদিদ্রব্যেন যমভিপ্রৈতি, শেষিত্বেনাধ্যবস্যতি স সম্প্রদানমিত্যর্থঃ। শেষিত্বং ভোক্তৃত্বম্। — বা ম)। শুধু হস্তান্তরকে দান বলে না; যে হস্তান্তরে দাতার অধিকার নষ্ট হয়ে দেয় বস্তুতে গ্রহীতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই দান বলে। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' -স্থলে বস্ত্রে রজকের অধিকার বা স্বত্ত্ব উৎপন্ন না হওয়ায় রজক সম্প্রদান হয় নি।

৯০০। চতুর্থী সম্প্রদানে।। ২।৩।১৩

বিপ্রায় গাং দদাতি।

সম্প্রদানকারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

সূত্রটি 'অনভিহিতে' —এই অধিকারসূত্রের অধীন। সেকারণে সম্প্রদান অনুক্ত হলে তবেই তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, —বিপ্রায় গাং দদাতি' বাক্যে বিপ্র-শব্দে। বিপ্র অনুক্ত সম্প্রদান, এজন্য 'চতুর্থী সম্প্রদানে' সূত্র দ্বারা তাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে। অভিহিত হলে কিন্তু 'প্রাতিপদিকার্থ—' সূত্র দ্বারা প্রথমাই হবে। যেমন— 'দানীয়ো বিপ্রঃ'। 'কঃ দানীয়ঃ? —কাকে দান করা হবে? —এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হ'ল— বিপ্র দানের পাত্র, অনীয় — প্রত্যয় দ্বারা বিপ্র অভিহিত হওয়ায় তাতে প্রথমা হয়েছে, 'চতুর্থী সম্প্রদানে' সূত্র দ্বারা চতুর্থী হয় নি।

৯০১। নমঃস্বস্তি-স্বাহা-স্বধালং-বষড়্যোগাচ্চ।। ২।৩।১৬

এভির্যোগে চতুর্থী। হরয়ে নমঃ। প্রজাভ্যঃ স্বস্তি। অগ্নয়ে স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধা। অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থগ্রহণম্। তেন দৈত্যেভ্যো হরিরলং প্রভুঃ সমর্থঃ শক্ত ইত্যাদি।

নমস্, স্বস্তি (মঙ্গল), **স্বাহা** (দেবতার উদ্দেশ্যে দান), **স্বধা** (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দান) **, অলম্** (পর্যাপ্তি) **ও বষট্** (হবির্দান) **—এই সকল শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়।**

বিভক্তি দু'প্রকার —উপপদবিভক্তি ও কারকবিভক্তি। পদান্তরের যোগে যে বিভক্তি তা উপপদবিভক্তি। আর কর্ত্রাদি কারকের বোধক যে বিভক্তি তা কারকবিভক্তি। নমস্-প্রভৃতি শব্দের যোগে যে বিভক্তি তা উপপদবিভক্তি। কারক-বিভক্তি অপেক্ষা উপপদবিভক্তি দুর্বল। এজন্য যদি কোথাও উভয় বিভক্তির প্রাপ্তি থাকে তাহলে অন্তরঙ্গ কারক বিভক্তিরই প্রয়োগ হয়, বহিরঙ্গ অতএব দুর্বল উপপদবিভক্তি বাধিত হয়ে যায়।

নমস্-প্রভৃতি উপপদযোগে চতুর্থী বিভক্তির উদাহরণ,—

হরয়ে নমঃ— হরি (বিষ্ণু)-কে নমস্কার। নমস্-শব্দের অর্থ নমস্কার। তদ্যোগে চতুর্থী। এইরূপ প্রজাভ্যঃ স্বস্তি। প্রজাদের কল্যাণ হোক্। অগ্নয়ে স্বাহা,— অগ্নির উদ্দেশ্যে দিচ্ছি। পিতৃভ্যঃ স্বধা, — পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দিচ্ছি। সূত্রে অলম্ শব্দের অর্থ সমর্থ। দৈত্যেভ্যো

হরিরলম্। — দৈত্যগণের জয়ে বিষ্ণু সমর্থ। কিন্তু কারকবিভক্তির প্রাপ্তি থাকলে উপপদবিভক্তি বাধিত হয়ে যাবে। যেমন,—নমস্করোতি দেবান্ প্রভৃতি স্থলে।

চতুর্থীবিষয়ে নিম্নোক্ত শ্লোকটি স্মরণীয়,—

সম্প্রদানে চতুর্থী স্যাৎ তাদর্থ্যে চ ক্রিয়াযুতে।
রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণে নমোযোগে* চ সা ভবেৎ।।

৯০২। ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।। ১।৪।২৪

অপায়ো বিশ্লেষস্তস্মিন্ সাধ্যে যদ্ ধ্রুবমবধিভূতং কারকং তদপাদানং স্যাত্।

'অপায়' শব্দের অর্থ বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ বা বিয়োগ। 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ স্থির, অবিচল। বিশ্লেষ বা পৃথক্ হওয়া বুঝালে স্থির বস্তুটি অপাদান হয়। যেমন, **'বৃক্ষাৎ পত্রং পততি'** স্থলে বৃক্ষ হতে পত্রের বিশ্লেষ বোধিত হওয়ায় স্থির বৃক্ষ অপাদান হয়েছে। কিন্তু 'ধ্রুব' শব্দের 'স্থির' অর্থ গ্রহণ করলে 'ধাবতোঽশ্বাৎ পততি' —ধাবমান অশ্ব হতে (অশ্বারোহী) পতিত হচ্ছে' —এই সকল স্থলে অশ্ব প্রভৃতির অপাদানসংজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। এজন্য 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'অবধি' বা বিচ্ছেদের সীমা। অশ্ব গতিমান্ অতএব অস্থির হলেও আরোহীর বিচ্ছেদের প্রতি তা অবধিভূত। কেননা, 'অশ্ব হতে পতিত হচ্ছে' —ইহাই বক্তার বিবক্ষা। সুতরাং অশ্ব অস্থির হলেও বিশ্লেষাবধি হওয়ায় অপাদান হতে পারে। অতএব বলা যায়, স্থির হোক্, অস্থির হোক্, সংযুক্ত দ্রব্যদ্বয়ের যেটি হতে অন্যটির বিশ্লেষ বিবক্ষিত হয় সেটি কারক হলে তার অপাদানসংজ্ঞা হয়। কারক না হলে অপাদান হয় না। যেমন, 'বৃক্ষস্য পর্ণং পততি' স্থলে বৃক্ষ।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষের প্রতি উদাসীনই অবধিভূত হয়। ভর্তৃহরি বলেছেন,—

অপায়ে যদুদাসীনং চলং যদি বাঽচলম্।
ধ্রুবমেবাতদাবেশাৎ তদপাদানমুচ্যতে।।

৯০৩। অপাদানে পঞ্চমী। ২।৩।২৮

গ্রামাদায়াতি। ধাবতোঽশ্বাত্ পততীত্যাদি।।

অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন, গ্রামাদ্ আয়াতি। গ্রামের সঙ্গে দেবদত্তের বিচ্ছেদ ঘটেছে। গ্রাম বিচ্ছেদের অবধি হওয়ায় অপাদান হয়েছে এবং সেকারণে তাতে পঞ্চমী বিভক্তি যোগ করা হয়েছে।

এইরূপ 'ধাবতঃ অশ্বাৎ পততি' বাক্যে পতন-ক্রিয়া দ্বারা অশ্ব ও তদারোহীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও সেই বিচ্ছেদের অবধিরূপে অশ্ব বিবক্ষিত হওয়ায় অশ্বের অপাদানসংজ্ঞা ও তদুত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে।

৯০৪। ষষ্ঠী শেষে। ২।৩।৫০

কারকপ্রাতিপদিকার্থব্যতিরিক্তঃ স্বস্বামিভাবাদিঃ সম্বন্ধঃ শেষঃ। তত্র ষষ্ঠী। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ। কর্মাদীনামপি সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায়াং ষষ্ঠ্যেব। সতাং গতম্। সর্পিষো

---

* নমোঽস্তু রামায় সলক্ষণায় দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ।।
স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং ন্যায্যেন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ।
আব্রহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।। -রা

জানীতে। মাতুঃ স্মরতি। এধো দকস্যোপস্কুরুতে। ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ।।

এটি ষষ্ঠী বিভক্তির বিধায়ক সামান্য সূত্র। সূত্রের অর্থ, —শেষ অর্থে ষষ্ঠী হয়। শেষ - এর অর্থ অবশিষ্ট। যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তদ্ব্যতিরিক্ত। অষ্টাধ্যায়ী অনুসারে পূর্বে কর্তা, করণ, কর্ম, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ এই ছয় কারকের এবং প্রতিপদিকার্থের কথা বলা হয়েছে। অতএব কারকার্থ ও প্রাতিপদিকার্থের অতিরিক্ত যা তা শেষ এবং তাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, ইহাই সূত্রের অর্থ।

কিন্তু কারক ও প্রতিপদিকার্থের অতিরিক্ত অর্থ কি আছে?— সম্বন্ধ। প্রতিপদিকের সঙ্গে প্রতিপদিকের সম্বন্ধ এবং প্রাতিপদিকের সঙ্গে ক্রিয়ার সামান্য সম্বন্ধ। এই দুই ক্ষেত্রেই ষষ্ঠী হবে। প্রাতিপদিকের সঙ্গে প্রাতিপদিকের সম্বন্ধ হচ্ছে - স্বস্বামিভাব, জন্য-জনক-ভাব, আশ্রয়-আশ্রয়িভাব প্রভৃতি। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, দেবদত্তস্য ধনম্ প্রভৃতি স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধে ষষ্ঠীর উদাহরণ। দেবদত্তস্য পুত্রঃ, বৃক্ষস্য ফলম্ প্রভৃতি জন্য-জনকভাব সম্বন্ধের উদাহরণ। দেবদত্তস্য গৃহম্, বৃক্ষস্য শাখা প্রভৃতি আশ্রয়-আশ্রয়িভাব সম্বন্ধের উদাহরণ। সম্বন্ধ উভয় পদার্থে থাকলেও যেটি বিশেষণ (অতএব অপ্রধান) তাতেই ষষ্ঠী হয়ে থাকে। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধসামান্য বিবক্ষায় ষষ্ঠীর উদাহরণ যথা, — সতাং গতম্, সর্পিষো জানীতে, ইত্যাদি।

সতাং গতম্, —এখানে 'সজ্জনের দ্বারা গমন' এরূপ কর্তৃত্বের বিবক্ষা না করে 'সৎসম্বন্ধী গমন' এই প্রকার সম্বন্ধমাত্রের বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়েছে। গমনই মুখ্য।

সর্পিষো জানীতে।— ঘৃতের দ্বারা প্রবৃত্ত হচ্ছে, এস্থলে করণের সম্ভাবনা থাকলেও তাকে উপেক্ষা করে সম্বন্ধসামান্যের বিবক্ষাবশতঃ ষষ্ঠী হয়েছে।

মাতুঃ স্মরতি, — মাতৃকর্মক স্মরণ — এরূপ অর্থ বিবক্ষিত হয় নি; পরিবর্তে 'মাতৃসম্বন্ধি স্মরণ' —এই অর্থবিবক্ষায় সম্বন্ধ সামান্যে ষষ্ঠী হয়েছে।

এধো দকস্য উপস্কুরুতে— 'কাষ্ঠকর্তৃক জলে গুণাধান' এই অর্থ বিবক্ষিত হলে 'দক' (জল) শব্দে কর্মে দ্বিতীয়া হতে পারত। কিন্তু দকের কর্মত্বসম্বন্ধের বিবক্ষা না করে সম্বন্ধসামান্যের (জলের গুণসাধন) বিবক্ষা করায় ষষ্ঠী হয়েছে।

ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ— কর্মত্বের অবিবক্ষায় চরণশব্দে ষষ্ঠী হয়েছে। ভগবান্ শঙ্করের চরণ-সম্বন্ধী সেবা, এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত।

৯০৫। আধারোঽধিকরণম্। ১।৪।৪৫

কর্তৃকর্মদ্বারা তন্নিষ্ঠক্রিয়ায়া আধারঃ কারকমধিকরণং স্যাত্।

কর্তা ও কর্ম দ্বারা তদাশ্রিত ক্রিয়ার যেটি আধার হয় তাকে অধিকরণ বলে।

কর্তা বা কর্ম ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আধার হয়। আর অধিকরণ পরম্পরাসম্বন্ধে ক্রিয়ার আধার হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার সাক্ষাৎ আশ্রয় হয় কর্তা বা কর্ম, আর ঐ কর্তা ও কর্মের আশ্রয় হয় আধার। এইরূপে কর্তা ও কর্মের মাধ্যমে আধারও ক্রিয়ার আশ্রয় হয়। ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে সাধক হওয়ায় কারক হয়;এবং ঐ কারকের অধিকরণসংজ্ঞা হয়। তাই ভর্তৃহরি বলেছেন,—

'আধ্রিয়ন্তেঽস্মিন্ ক্রিয়া ইত্যাধারঃ। কর্তৃকর্মণোঃ ক্রিয়াশ্রয়ভূতয়োঃ ধারণক্রিয়াং প্রতি য আধারঃ তৎকারকম্ অধিকরণসংজ্ঞং ভবতি। — কা।

কর্তৃকর্মব্যবহিতামসাক্ষাৎ ধারয়ৎ ক্রিয়াম্।
উপকুর্বৎ ক্রিয়াসিদ্ধৌ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।।

যেমন, — **রামঃ গৃহে আস্তে**' বললে আসন-ক্রিয়া যে রামেই আশ্রিত তা স্পষ্ট। কিন্তু গৃহ ঐ রামের আশ্রয় হওয়ায় রামাশ্রিত আসনক্রিয়ারও গৃহ আশ্রয় হয়ে থাকে। এইভাবে আসনক্রিয়ার সিদ্ধিতে উপকারক হওয়ায় গৃহ অধিকরণ হয়।

৯০৬। সপ্তম্যধিকরণে চ।। ২।৩।৩৬

অধিকরণে সপ্তমী স্যাত্। চকারাদ্দূরান্তিকার্থেভ্যঃ। ঔপশ্লেষিকো বৈষয়িকোঽভিব্যাপকশ্চেত্যাধারস্ত্রিধা। কটে আস্তে। স্থাল্যাং পচতি। মোক্ষে ইচ্ছাস্তি। সর্বস্মিন্নাত্মাস্তি। বনস্য দূরে অন্তিকে বা।।

অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। আধার তিন প্রকার ঃ— ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক। যে আধারের একাংশে আধেয় বস্তুটি থাকে তাকে ঔপশ্লেষিক আধার বলে। যেমন, **কটে আস্তে**। কট অর্থাৎ মাদুরের একদেশেই দেবদত্ত উপবিষ্ট আছে। এরূপ 'স্থাল্যাং পচতি'-ও ঔপশ্লেষিক বা ঐকদেশিক আধারের উদাহরণ। স্থালীর একাংশেই ওদনের সংযোগ আছে।

বৈষয়িক আধারের উদা— **মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি**। এখানে মোক্ষ ইচ্ছার আধার। বিষয়তা সম্বন্ধে মোক্ষে ইচ্ছা থাকায় মোক্ষ অধিকরণ।

অভিব্যাপক আধারই মুখ্য আধার। সর্বাংশে ব্যাপ্ত করে থাকে বলে এই আধারকে অভিব্যাপক আধার বলা হয়। যেমন— **'সর্বস্মিন্ আত্মা অস্তি**, বিভু আত্মা সকল বস্তুর সঙ্গেই সম্বদ্ধ। সর্বত্রই সর্বাংশে আত্মা বিদ্যমান। এই কারণে 'সর্ব' অভিব্যাপক আধার।*

সূত্রস্থ 'চ' শব্দের অর্থ —দূরার্থক ও অন্তিকার্থক শব্দের উত্তরও সপ্তমী বিভক্তি হবে। উদা— **বনস্য দূরে অন্তিকে** (নিকটে) বা।

বিভক্তি	প্রয়োগক্ষেত্র
১) প্রথমা—	ক) প্রাতিপদিকার্থে
	খ) উক্ত কর্তায়
	গ) উক্ত কর্মে
	ঘ) সম্বোধনে
২) দ্বিতীয়া—	ক) কর্মে
৩) তৃতীয়া—	ক) অনুক্ত কর্তায়
	খ) করণে
৪) চতুর্থী—	ক) সম্প্রদানে
৫) পঞ্চমী—	ক) অপাদানে
৬) ষষ্ঠী—	ক) সম্বন্ধ সামান্যে
	খ) কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্তায়
	গ) কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্মে
৭) সপ্তমী—	ক) অধিকরণে।

* 'যত্র সর্বাবয়বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তিঃ, তদ্ অভিব্যাপকম্।' তিলেষু তৈলম্, দুগ্ধেষু মাধুর্যম্ - প্রভৃতিও অভিব্যাপক আধারের উদাহরণ।